بسم الله الرحمن الرحيم

নবী সা. এর জীবনীর ধারাবাহিক আয়োজন ‘এক নজরে সীরাহ’

# এক নজরে সীরাহ

## নবুওয়াত পরবর্তী মক্কার দাওয়াত, উল্লেখযোগ্য ঘটনা ও হিজরত

# এক নজরে সীরাহ

TAHZIB INSTITUTE

# চাচা ও প্রিয়তমা স্ত্রীর মৃত্যু

**চাচা আবু তালিবের মৃত্যু:** শিআবে আবি তালিবে তিন বছর বন্দিত্বের পর আবু তালিব অসুস্থ হয়ে পড়েন। বার্ধক্য ও বন্দিত্বের নির্যাতনের ধকল কুলিয়ে উঠতে পারলেন না। নবুওয়াতের দশম বছরে চাচা আবু তালিব ইন্তেকাল করেন। চাচা আবু তালিব ইসলাম গ্রহণ না করলেও রাসূল সা. এর দাওয়াতী কাজে সবসময় পাশে ছিলেন। মূলত চাচার কারণেই কুফফাররা রাসূলের প্রতি চড়াও হওয়ার দুঃসাহস পেত না। আমৃত্যু ভাতিজা মুহাম্মাদ সা. কে তিনি সহযোগিতা ও কুফফারদের থেকে হেফাজত করেছেন।

**খাদিজা রা. মৃত্যু:** একই বছর, চাচা আবু তালিব মৃত্যুর তিনদিন পর রাসূল সা. এর প্রিয়তমা স্ত্রী খাদিজা রা. মৃত্যুবরণ করেন। রাসূলের জীবনের অন্যতম সহযোগী ও সুখ দুঃখের সঙ্গী ছিলেন তিনি। প্রথম তিনিই ইসলামের দাওয়াত কবুল করেন। রাসূল সা. এর সকল সন্তান তাঁর গর্ভেই জন্ম নেয়। ছেলেদের মধ্যে, আবুল কাসিম ও আব্দুল্লাহ। কন্যা সন্তানের মধ্যে, যয়নাব, রুকাইয়া, উম্মে কুলছুম এবং ফাতিমা রা.।

# সাওদা রা. এর সাথে বিবাহ

একসাথে চাচা ও প্রিয়তমা স্ত্রী'র মৃত্যুবরণের ফলে মাতৃহারা সন্তানদের দেখাশোনার জন্য সাওদা বিনতে যামআহ রা. কে বিবাহ করেন। নবুওয়াতের ১০ম বছর, শাওয়াল মাসে বিবাহ হয়। তিনি বিধবা ছিলেন। তাঁর স্বামী সাকরান ইবনে আমর রা. হাবশায় হিজরতের পর মৃত্যুবরণ করেন। সাওদা রা. এর সেসময় ৫-৬ জন সন্তান ছিল, তাদের দায়িত্বভার তাঁর উপর ছিল। রাসূল সা. তাঁর কষ্ট লাঘবের জন্য এবং নিজ কন্যাদ্বয় উম্মে কুলছুম ও ফাতিমা রা. এর দেখাশুনার জন্য তাকে বিবাহ করেন। তিনি মহীয়সী নারী ছিলেন। ইসলামের জন্য উৎসর্গিত ও দৃঢ়চেতা ছিলেন।

TAHZIB INSTITUTE

# কুফফারদের কষ্টের মাত্রা বৃদ্ধি

চাচা বেঁচে থাকাকালীন রাসূল সা. এর উপর কুফফাররা চড়াও হওয়ার সুযোগ পেত না। কিন্তু একইসাথে চাচা ও স্ত্রী মৃত্যুবরণ করার পর কুফফারদের কষ্টের মাত্রা বৃদ্ধি পেল কয়েকগুণ। রাসূল সা. এর উপর দুঃখের উপর দুঃখ নেমে আসে। একবার এক নির্বোধ কুরাইশ রাসূল সা. এর পবিত্র মাথায় মাটি নিক্ষেপ করে। রাসূল সা. এই অবস্তাতেই ঘরে ফেরেন। এই অবস্থা দেখে তাঁর কন্যা মাথা ধুয়ে দিচ্ছিলেন আর কান্না করছিলেন। আল্লাহর রাসূল সা. তাকে সান্ত্বনা দেন,

لا تبكي يا بنية، فإن الله مانع أباك

‘তুমি কেঁদো প্রিয় কন্যা, নিশ্চয় আল্লাহ তোমার পিতার হেফাজতকারী’

এভাবেই কুফফারদের নানামুখী নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে গেল। যা রাসূল সা. এর সহ্যের বাইরে ছিল।

# তায়েফ সফর

কুফফারদের অত্যাচারের মাত্রা যখন বেড়ে গেল তখন রাসূল সা. এ সময় দাওয়াতী উদ্দেশ্যে স্বীয় মুক্ত দাস যায়েদ ইবনে হারিছ'কে সঙ্গে নিয়ে তায়েফ রওনা হোন। তায়েফ শহর মক্কা থেকে ৯০ কিলোমিটার দক্ষিণ পূর্বে ছ'হাজার ফুট উঁচুতে অবস্থিত। রাসূল সা. সেখানে পায়ে হেঁটে যান। বনু ছাক্বিফ গোত্রের নেতৃস্থানীয় তিন ভাইকে ইসলামের দাওয়াত দেন। তারা প্রত্যাখ্যান করে। বিভিন্নজনের কাছে গিয়ে ইসলামের দাওয়াত তারা সবাই প্রত্যাখ্যান করে। উপরন্তু দুষ্ট ছেলেদের দল রাসূলের পিছনে লেলিয়ে দেয়া হয় কষ্ট দেয়ার জন্য। রাসূল সা. কে পাথর নিক্ষেপ করতে থাকে, এ সময় রাসূল সা. এর গোঁড়ালি ফেটে রক্তাক্ত হয়ে জুতো ভিজে যায়। যায়েদ ইবনে হারেস রা. নিজের শরীরকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেন। দুষ্টদলের আক্রমণ থেকে বাঁচতে তিন মাইল দূরে একটি আঙ্গুর বাগানে রাসূল সা. আশ্রয় নেন।

TAHZIB INSTITUTE

# তায়েফের বর্ণনা

أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ هَلْ أَتَى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَشَدَّ مِنْ يَوْمِ أُحُدٍ قَالَ لَقَدْ لَقِيْتُ مِنْ قَوْمِكِ مَا لَقِيْتُ وَكَانَ أَشَدَّ مَا لَقِيْتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِيْ عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيْلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ فَلَمْ يُجِبْنِيْ إِلَى مَا أَرَدْتُ فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِيْ فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلَّا وَأَنَا بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ فَرَفَعْتُ رَأْسِيْ فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّتْنِيْ فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيْهَا جِبْرِيْلُ فَنَادَانِيْ فَقَالَ إِنَّ اللهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَدُّوْا عَلَيْكَ وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيْهِمْ فَنَادَانِيْ مَلَكُ الْجِبَالِ فَسَلَّمَ عَلَيَّ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ ذَلِكَ فِيْمَا شِئْتَ إِنْ شِئْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِمْ الأَخْشَبَيْنِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَلْ أَرْجُوْ أَنْ يُخْرِجَ اللهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ وَحْدَهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا.

[সহীহ বুখারী: ৩২৩১]

# জ্বিনদের ইসলাম গ্রহণ

তায়েফ থেকে ফেরার পথে মক্কার অদূরে নাখলা নামক স্থানে রাসূল সা. ফজর সালাত আদায় করছিলেন। তখন জ্বিনদের একটি দল সেদিন দিয়ে যাবার পথে রাসূল সা. এর কুরআন তেলাওয়াত শুনে ইসলাম গ্রহণ করেন। পরে তারা তাদের কওমের কাছে গিয়ে সাক্ষ্য দেয়, নিশ্চয় আমরা এক আশ্চর্যজনক কুরআন শ্রবণ করেছি। সুরা জ্বিনে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

﴿قُلۡ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ ٱسۡتَمَعَ نَفَرٞ مِّنَ ٱلۡجِنِّ فَقَالُوٓاْ إِنَّا سَمِعۡنَا قُرۡءَانًا عَجَبا ١
يَهۡدِيٓ إِلَى ٱلرُّشۡدِ فَـَٔامَنَّا بِهِۦۖ وَلَن نُّشۡرِكَ بِرَبِّنَآ أَحَدا ٢

# মক্কায় প্রত্যাবর্তন

TAHZIB INSTITUTE

# নবুওয়াতের এগারোতম বছরের উল্লেখযোগ্য ঘটনা

- বেশকিছু সাহাবী ইসলাম গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে সুওয়াইত ইবনু সামিত, ইয়াস ইবনু মুআয, আবু যর গিফারী, যমিাদ আযমি রা.।
- এ বছর শাওয়াল মাসে আয়েশা রা. এর সাথে বিবাহ হয়। তখন আয়েশা রা. এর বয়স ছয় বছর মাত্র। এর তিন বছর পর, মদীনায় হিজরতের পর শাওয়াল মাসে নয় বছর বয়সে নবীজির নিকট যান।
- আকাবায় প্রথম বাইয়াতে মদীনার ৬ জন যুবক ইসলাম গ্রহণ করে

# আকাবায় দ্বিতীয় বাইয়াত

TAHZIB INSTITUTE

পরের বছর পূর্বের পাঁচজনসহ আরো নতুন সাতজন সঙ্গী নিয়ে মোট ১২ জন রাসূল সা. এর নিকট বাইয়াত গ্রহণ করেন। বেশকিছু বিষয়ের উপর তারা ওয়াবাবদ্ধ হয়। ফেরার সময় মুসআব ইবনু উমাইর রা. কে শিক্ষক হিসেবে সাথে প্রেরণ করেন। এই দলটির মাধ্যমেই মদীনার ঘরে ঘরে ইসলাম পৌঁছে যায়।

أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ مِنْ الَّذِيْنَ شَهِدُوْا بَدْرًا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَمِنْ أَصْحَابِهِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ تَعَالَوْا بَايِعُونِيْ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوْا بِاللهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوْا وَلَا تَزْنُوْا وَلَا تَقْتُلُوْا أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَأْتُوْا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُوْنَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْصُونِيْ فِيْ مَعْرُوفٍ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ لَهُ كَفَّارَةٌ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللهُ فَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ إِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ قَالَ فَبَايَعْتُهُ عَلَى ذَلِكَ

[সহীহ বুখারী: 3892]

# জাঝাকুমুল্লাহু খইর

কোনো প্রশ্ন থাকলে করুন

---

**উস্তায ফজলে রাববি** হিফজ, দাওরায়ে হাদীস
অধ্যয়নরত, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদি আরব
ইন্সট্রাকটর, তাহযিব ইনস্টিটিউট
ফেসবুক: www.fb.com/farabbi.bd
মেইল: farabbi.bd@gmail.com
+8819222730001 (Imo/Whatssapp)
+966509676974 (Saudi Arabia)